ভোরের কাগজ

তারিখ ... 29 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৭জন খুন, সংঘর্ষ হয়েছে ৩০ বার

হত্যা-সন্ত্রাস কমেছে, যোগ হয়েছে ধর্ষণ-যৌন হয়রানি

পিনাকী রায় : বিদায়ী '৯৮ সালেও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হত্যা, ছাত্রী ধর্ষণ, বন্দুকযুদ্ধ, অপহরণ, হল দখল, সবই অব্যাহত ছিল। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় হত্যা-সন্ত্রাসের ঘটনা কিছুটা কমলেও এ বছর যোগ হয়েছে ছাত্রী ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা। এতোসব ঘটনার পাশাপাশি সুখবর ছিল একই বছরে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পা রাখা।

বিভিন্ন সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খুন হয়েছে সাতজন ছাত্র। হল দখল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রশিবির সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে প্রায় ৩০ বার। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য বহিষ্কার করেছে প্রায় ৫০ জন ছাত্রকে। কয়েক দফা পুলিশি তল্লাশিতে প্রায় ২৫টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও কয়েকশ' জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যসহ ৭১ জন শিক্ষকের পদত্যাগও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শতাব্দীর প্রলম্বিত বন্যায় দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় দুই মাস বন্ধ ছিল। এ ছাড়া ধর্মঘটের কারণে সব মিলিয়ে আরো এক মাস বন্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে শান্ত ছিল এ বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তেমন কোনো সহিংস ঘটনা সেখানে ঘটেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বছরের মতো এবারো ছিল ঘটনাবহুল। ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের কোন্দলে পার্থ প্রতীম আচার্যের মৃত্যু, বর্ধিত বেতন হ্রাসের আন্দোলন, ডাকসু ভেঙে দেওয়া, যৌন নিপীড়ক শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন এসব কিছু এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ঘটনা। তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র তরুণ সাংবাদিক পার্থ প্রতীম আচার্য। এই ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি হলে ছাত্রলীগ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। জুন মাসে সিনেট অধিবেশনের সময় ছাত্রছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের বেতন ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে। এ আন্দোলনের পর বর্তমানে চলছে শিক্ষকদের যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন- বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি

● এরপর- পৃষ্ঠা ২

হত্যা-সন্ত্রাস কমেছে, যোগ হয়েছে ধর্ষণ-যৌন হয়রানি

● প্রথম পাতার পর

রক্ষার জন্যও আন্দোলনে নেমেছে কিছু ছাত্র। এ ছাড়া সারা বছর ক্লাস পরীক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদল-ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল অব্যাহত ছিল। বন্যার সময় ছাত্রছাত্রীদের বন্যার্তদের জন্য তৎপরতাও ছিল লক্ষণীয়। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ছিল উল্লেখ করার মতো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : এ বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের হামলায় নিহত হয়েছে তিন জন। মে মাসের প্রথমে গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হলে শিবিরের হামলায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র আয়ুব আলী নিহত হয়। এই মাসেই চট্টগ্রাম শহরমুখী বাসে শিবিরের হামলায় আবারো নিহত হয় মুসফিক সালেহিন। শিবিরের সর্বশেষ বলি ছিল আগস্ট মাসে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সঞ্জয় তলাপাত্র। ছাত্রহত্যার ঘটনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই সবচেয়ে বেশি ঘটেছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : নিঃসন্দেহে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল ছাত্রী ধর্ষণ। এ বছরের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণের কথা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ধর্ষণকারী হিসেবে নাম আসে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জসিমউদ্দীন মানিকসহ আরো কয়েকজনের। ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নামে। কিছু কিছু শিক্ষক ছিলেন তাদের সঙ্গে সোচ্চার। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজুক অবস্থায় প্রক্টর পদত্যাগ করেন। আন্দোলন চলাকালে ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন এক শিক্ষিকা। প্রায় দেড় মাস আন্দোলনের পর কর্তৃপক্ষ পাঁচজন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেন এবং দুজনকে সতর্ক করে দেন। ছাত্রলীগ থেকেও ধর্ষণকারীরা বহিষ্কৃত হয়। এ বছরই উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক আলাউদ্দীন যোগদান করেন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : ভালো ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) খবরের শিরোনাম হয় কম। কিন্তু স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত জটিলতাকে কেন্দ্র করে এ বছর বুয়েট ছিল সংকটাপন্ন। কর্তৃপক্ষ স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিলে স্থাপত্য বিভাগের ১৩ জন শিক্ষক পদত্যাগ করেন। আমরণ অনশনে যায় ছাত্রছাত্রীরা। এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে বুয়েটের সাবেক উপাচার্য ড. ইকবাল পদত্যাগ করেন। তাকে অনুসরণ করেন আরো ৭০ জন শিক্ষক। ধীরে ধীরে সংকটের অবসান হয়, নতুন উপাচার্য ড. নূরউদ্দীন দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা বছরে ছাত্রলীগ ও শিবিরের সঙ্ঘর্ষ হয় মোট চার দফা। সরাসরি বন্দুকযুদ্ধে মারা যায় দুজন ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় তিন দফা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্রলীগের আর একজন ছাত্রকে বাস থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করে ছাত্রশিবির। মোট চার দফা বন্দুকযুদ্ধে আহত হয়েছে শতাধিক ছাত্র। একাধিকবার ছাত্রী লাঞ্ছনার ঘটনাও ঘটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় : বছরের প্রথমদিকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। এ নিয়ে বছরের প্রথমদিকে আন্দোলনের ফলে দুমাস বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস হয়নি। বছরের বাকি সময় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তুলনামূলক শান্ত।